দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 14 JUL 2010
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

# প্রশ্নপত্র ফাঁস : সনাক্ত করা শুরু নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের

## এক এজেন্টের ব্যাংক একাউন্টের ৯৫ লাখ টাকা জব্দ

■ আবুল খায়ের

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা গোয়েন্দা সংস্থা ও পুলিশ প্রশাসন তদন্ত করতে গিয়ে পুকুর চুরির মত বাণিজ্যের কাহিনীর তথ্য বের হয়ে আসছে। এই প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে বিজি প্রেস, জিপি প্রেস ও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) শক্তিশালী সিন্ডিকেট দীর্ঘদিন ধরে বাণিজ্য করে আসছিল। এই সিন্ডিকেটকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, অধিদফতর ও বিভিন্ন সংস্থার এক শ্রেণীর কর্মকর্তা গডফাদারের ন্যায় পরিচালনা করে আসছে। ঐ সকল কর্মকর্তা উক্ত সিন্ডিকেট কর্তৃক প্রশ্নপত্র ফাঁসের মাধ্যমে পরীক্ষা দিয়ে নিয়োগ পেয়ে বর্তমানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদফতর ও সরকারি প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরি করে আসছেন। এই সকল কর্মকর্তা চাকরির পাশাপাশি প্রশ্নপত্র ফাঁসের বাণিজ্যের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা কামিয়ে যাচ্ছেন। এই কর্মকর্তারা স্ব স্ব জেলা ও উপজেলা থেকে প্রার্থী সংগ্রহ করেছেন। পরীক্ষায় পাস নিশ্চিত করার চুক্তিতে প্রতি প্রার্থী থেকে ৫ লাখ থেকে ৬ লাখ টাকা পর্যন্ত ঐ কর্মকর্তারা আদায় করছেন। প্রশ্নপত্র ফাঁসের মাধ্যমে পরীক্ষা দিয়ে মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনরত কর্মকর্তাদের সনাক্ত করার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে গোয়েন্দা সংস্থা। অপরদিকে গ্রেফতারকৃত বিজি প্রেসের মেশিনম্যান আব্দুল জলিল, পিএসসির

▶ ঐরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

## প্রশ্নপত্র ফাঁস

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রশাসনিক কর্মকর্তা আব্দুর রউফ, বিজি প্রেসের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ আলী, বিজি প্রেসের কম্পিউটার অপারেটর গোলাম মোস্তফা ও জিপি প্রেসের কম্পিউটার অপারেটর হামিদুলকে রংপুরের পুলিশ সুপারের তত্ত্বাবধানে একটি বিশেষ দল জিজ্ঞাসাবাদে করছেন। জিজ্ঞাসাবাদে তারা প্রশ্নপত্র ফাঁসের বাণিজ্যের শুরু থেকে গত বৃহস্পতিবার গ্রেফতারের আগ পর্যন্ত দীর্ঘদিনের সকল তথ্য প্রকাশ করে দেন। জড়িত সিন্ডিকেট এবং বিজি প্রেস, জিপি প্রেস ও পিএসসির বর্তমান ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নাম ঠিকানাও তারা জানিয়ে দেন।

গতকাল মঙ্গলবার থেকে সিন্ডিকেটের জেলাভিত্তিক এজেন্টদের সনাক্ত করে গ্রেফতার শুরু করা হয়েছে। রংপুরের এজেন্ট সফিউর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সফিউর রহমানের ব্যাংক একাউন্ট থেকে ৯৫ লাখ টাকা জব্দ করেছে। গ্রেফতারকৃত ও সিন্ডিকেটের পলাতক সদস্যদের অনেকেরই একাধিক স্ত্রী আছে। তাদের স্ত্রীদের একাউন্টেও রয়েছে কোটি কোটি টাকা। গ্রেফতারকৃত এটিএম মোস্তফার দুই স্ত্রী লাবনী বেগম ও কোহিনুর বেগম। দুই মহিলাসহ প্রশ্নপত্র ফাঁসের বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত ৯ জনের ব্যাংক একাউন্ট জব্দ করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দেশ দিয়েছে।

তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ ও গোয়েন্দা সূত্রে বলা হয়, ২০০৩ সাল থেকে ২৯তম বিসিএসের আগ পর্যন্ত পিএসসিতে যত নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকল পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করেছে সিন্ডিকেট। পিএসসির সাবেক ক্ষমতাধর এক সদস্যের ভাগ্নে অতিকুর রহমান প্রশ্নপত্র ফাঁসের অন্যতম নায়ক। বছর ঘুরতে না ঘুরতে তিনি জিরো থেকে হিরো বনে গেছেন। অর্থাৎ কয়েকশ কোটি টাকার মালিক এই অতিক। ব্যাংক একাউন্ট জব্দ করার তালিকায় রয়েছেন এই অতিক। জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতারকৃতরা তদন্তকারী কর্মকর্তাদের কাছে গতকাল সড়ক ও জনপদ, বিআরটিএ ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতরের নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের কথাও স্বীকার করেছে।

গ্রেফতারকৃত রংপুরের এজেন্ট সফিউর রহমান এক বিএনপি নেতার কারখানায় ম্যানেজারের সহকারী হিসাবে কাজ করতো। প্রশ্নপত্র ফাঁসের এজেন্ট হিসাবে জড়িত হওয়ার পর মাত্র কয়েক বছরে শত কোটি টাকার মালিক হয়ে যায় বলে তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ জানায়। এদিকে সফিউর রহমানের রংপুরের উত্তম পূর্বপাড়া বাসভবন থেকে সাদা পোশাকে পুলিশের অভিযানে ৭ কোটি টাকা উদ্ধার নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এলাকাবাসী তার বাসায় তল্লাশি ও টাকা উদ্ধারের বিষয়টি দেখেছে। তবে পুলিশ তা অস্বীকার করলে জনমনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

### আরো তিন ব্যক্তির হিসাব জব্দ

সন্দেহভাজন আরো ৩ ব্যক্তির ব্যাংক হিসাবে লেনদেন সাময়িক স্থগিত বা জব্দ করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। গতকাল মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মানি লন্ডারিং বিভাগ থেকে দেশের সকল তফসিলী ব্যাংককে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ নিয়ে ঘটনার সাথে জড়িত মোট ৯ ব্যক্তির হিসাব জব্দ করল কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

গতকাল যাদের ব্যাংক হিসাব স্থগিত করা হয়েছে তারা হলো-বিজি প্রেসে কর্মরত এ টি এম মোস্তফার দুই স্ত্রী লাবনী বেগম ও কোহিনুর বেগম এবং মো. আতিকুর রহমান ওরফে আতিক।

সার্কুলারে বলা হয়েছে, এ তিনব্যক্তির ব্যাংক হিসাবে লেনদেন ৩০ দিনের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। ৩ সময়ের মধ্যে এসব হিসাব থেকে কোনো অর্থ তোলা বা স্থানান্তর করা যাবে না। পাশাপাশি এসব হিসাবের লেনদেনের বিবরণী বাংলাদেশ ব্যাংকে পাঠাতে বলা হয়েছে।

অন্যদিকে গত রবিবার যাদের ব্যাংক হিসাবে লেনদেন স্থগিত করা হয়, তারা হলো-বিজি প্রেসের কর্মচারী এ টি এম মোস্তফা, হামিদুল হক, শহিদুল ইসলাম, খন্দকার মোহাম্মদ আলী, সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) প্রশাসনিক কর্মকর্তা এম এ রউফ ও নীলফামারী জেলার একটি কলেজের শিক্ষক মাহফুজুর রহমান।

### অন্যতম নায়ক সুলতান আহমেদ

রংপুর সংবাদদাতা জানান, গ্রেফতারকৃত সফিউর রহমান গত ৮ জুলাই ৪০ লাখ টাকা এবং এর আগে ৫৫ লাখ টাকা জমা রাখেন। গতকাল সন্ধ্যায় পুলিশ সুপার সদস্য মোহাম্মদ তানভীর মতবিনিময়কালে এই তথ্য জানান। তিনি জানান, ওই একাউন্ট ২টির কার্যক্রম স্থগিত রাখার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে পত্র দেয়া হয়েছে। জব্দকৃত ৯৫ লাখ টাকা পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে অগ্রিম নেয়া হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

এদিকে সিন্ডিকেট চক্রের সদস্য সফিউর রহমানের উত্তম পূর্বপাড়া বাসভবনে গত অন্ধকার রাতে সাদা পোশাকধারী একদল ব্যক্তি অভিযান চালিয়ে প্রায় ৭ কোটি টাকা উদ্ধার করেছে বলে এলাকাবাসী দাবি করেছেন। গতকাল ওই বাড়িতে গিয়ে কাউকে পাওয়া যায়নি। সফিউরের পরিবারের অন্য সদস্যরা বাড়ির সকল ঘর তালা মেরে পালিয়েছে। পুলিশ সুপার টাকা উদ্ধার কিংবা সফিউরের বাড়িতে ডিবি পুলিশের অভিযানের কথা অস্বীকার করেন।

এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গঠন করা ৫ সদস্যের কমিটি গতকাল সকাল থেকে তদন্ত কাজ শুরু করেছেন। সকালে সদস্যরা ঘটনাস্থল বেসরকারি চিকিৎসালয় কেন্দ্র ভিন্ন জগতে যান এবং এর স্বত্বাধিকারী এসএম কামালসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। বিকেলে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে মতবিনিময়কালে কমিটির প্রধান শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এসএম গোলাম ফারুক বলেন, আমরা প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা তদন্ত করতে রংপুরে এসে প্রাথমিক তথ্য ও ধারণা নিয়েছি। আশা করছি নির্ধারিত ১০ দিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে পারবো। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার সাথে জড়িত সিন্ডিকেট চক্রকে সনাক্ত এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। এ ঘটনার সাথে যত শক্তিশালী ব্যক্তি বা কর্মকর্তা জড়িত থাক না কেন তাকে আইনের আওতায় আনা হবে। মতবিনিময়কালে উপস্থিত ছিলেন রংপুরের জেলা প্রশাসক বিএম এনামুল হক। এর আগে তদন্ত কমিটির কাছে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলেন। ডিসি-এসপি আজ বুধবার তাদের লিখিত প্রতিবেদন জমা দিবেন বলে জানা গেছে। এর আগে সোমবার রাতে তদন্ত কমিটি অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার মিয়া আব্দুল্লাহ মামুন, জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারসহ মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও ডিবি'র ওসি আব্দুল মান্নানের সঙ্গে কথা বলে প্রাথমিক তথ্য ও ধারণা নেন বলে জানান। অপরদিকে গত সোমবার ঢাকায় ২৮ লাখ টাকাসহ গ্রেফতার হওয়া বিজি প্রেসের অফসেট শাখার কর্মরত প্রেসম্যান আব্দুল জলিলকে গতকাল রংপুরে আনা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাকে ৭ দিনের রিমান্ড চাওয়া হয়েছে। এছাড়া বিজি প্রেসের পলাতক কর্মচারী শহিদুলের স্ত্রী কোহিনূর বেগম ওরফে লাবনীকে রংপুরের মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে রংপুরে আনার জন্য আবেদন করা হয়েছে।

প্রশ্নপত্র ফাঁস সিন্ডিকেট চক্রের মূল হোতা হিসেবে সর্বশেষ যার নাম এসেছে তিনি হলেন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা সুলতান আহমেদ। রংপুরে গ্রেফতারকৃত আসামিদের জিজ্ঞাসাবাদ ও বিভিন্ন সূত্রে তার নাম প্রকাশ পেয়েছে। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা জেলা গোয়েন্দা শাখার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল মান্নান জানান, বিজি প্রেস ও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) এক শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত সিন্ডিকেট দীর্ঘদিন ধরে ভ্যাকার ও মনিটরিংয়ের কর্মকর্তা এবং শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করে আসছিল। তার এই সিন্ডিকেটের মূল হোতা হচ্ছেন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিজি প্রেস-৩-এর প্রশাসনিক কর্মকর্তা মুফতাসির আহমেদ। হামিদুল ও গোলাম মোস্তফা তার ভাগ্নে। তাদের তিনজনের বাড়িই রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলায়। এসব কাজ করেই তারা রংপুরে অনেক সম্পদের মালিক হয়েছেন। সুলতান আহমেদকে পুলিশের নজরদারিতে রাখা হয়েছে। আজকালের মধ্যে তাকেও গ্রেফতার করা হবে। আর তাকে গ্রেফতার করা হলেই ঘটনার আসল রহস্য বের হয়ে আসবে বলে আশা করছেন তদন্তকারী কর্মকর্তা। হামিদুল ও মোস্তফার স্বীকারোক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে তদন্তকারী কর্মকর্তা জানান, এ ঘটনার সঙ্গে কেবল পিএসসি, বিজি প্রেস, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীই জড়িত নন, রংপুরের জামায়াত-শিবির পরিচালিত ৩টি কোচিং সেন্টারের কর্তৃপক্ষও জড়িত হয়েছেন। ৩টি কোচিং সেন্টার কর্তৃপক্ষ বিগত দিন সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় গ্রেফতার হওয়া সিন্ডিকেট চক্রটির মাধ্যমে প্রশ্নপত্র নিয়ে এসে কাড়ি কাড়ি টাকা আয় করেছেন। এছাড়াও তারা বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নিয়ে এসে গোপনে তা বিক্রি করে। তবে এসব তথ্য যাচাই-বাছাই করে দেখা হচ্ছে বলে তদন্তকারী কর্মকর্তা জানান।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আরো বলেন, আজ বুধবার ৩ দিনের রিমান্ডে নেয়া পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) প্রশাসনিক কর্মকর্তা আব্দুর রউফ ও বিজি প্রেসের সহকারী পরিচালক খন্দকার মোহাম্মদ আলীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অপরদিকে রংপুর জেলা পরিষদের কর্মচারী আলাউদ্দিন ও আমজাদ প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত বলে জানা গেছে। ঘটনার পর থেকে আলাউদ্দিন অফিসে যোগ দেয়নি। আলাউদ্দিন এবং আমজাদ ঘটনার দিন একটি মাইক্রোবাস ও মোটর সাইকেল নিয়ে প্রশ্নপত্র বিতরণের জন্য ভিন্নজেলাতে উপস্থিত হয়েছিলেন। মাইক্রোবাসটি সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা সুলতান আহমেদের বলে জানা গেছে। এছাড়া নীলফামারী জেলার জলঢাকা উপজেলার ঘুঙামারী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শামীম প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে সরাসরি জড়িত বলে জানা গেছে। তিনি পিএসসি'র সাবেক এক সদস্যের নিকট আত্মীয়।